ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে নায়িকার সঙ্গে আপত্তিকর কাণ্ড ঘটালেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

২১ জুলাই ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হতে পারে মেসির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯১ ● কলকাতা ● ২৬ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১২ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মণিপুরে নিহত ১৪২,

গ্রেফতার ১৮১ জনের ১১০ জনই জামিনে মুক্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুর নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার ফের রাজ্য সরকার এবং মামলাকারীদের বক্তব্য শুনবে। সোমবারই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলে দিয়েছেন, আদালত আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। শান্তি ফেরাতে কোনও পক্ষ নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলে আদালত তা সরকারকে খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেবে।প্রসঙ্গত, দিন দুই আগে মণিপুরের রাজ্যপাল অনসূয়া উইকি এই ব্যাপারে রাজ্যবাসীর প্রতি আর্জি জানিয়ে বলেছেন, তারা নিজেরাই যেন বাঙ্কার ভেঙে দেয়। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মহিলারা। একাধিক ঘটনায় বাহিনীকে অভিযান স্থগিত রেখে ফিরে যেতে হয়েছে মহিলারা মানব প্রাচীর গড়ে তোলায়।তবে হলফনামায় বিস্ময়কর তথ্য হল এখনও পর্যন্ত পুলিশ-সেনা-আধাসেনার অভিযানে ১৮১জনকে গ্রেফতার করা হলেও ১১০জনই জামিনে মুক্ত। কী করে এতজন ধৃত ব্যক্তি জামিন পেল তার কোনও ব্যাখ্যা হলফনামায় নেই। মঙ্গলবারের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ আসতে পারে। কোনও

এরপর ৩ পাতায়

'কন্ট্রোলরুমে বসে যাঁরা গুন্ডাদের নিয়ন্ত্রণ করছে,

তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব', হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্ত্রাসের প্রশ্নে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে ফের সেটাই স্পষ্ট করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । পো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফের একবার কড়া বার্তা দিয়েছেন বোস। তিনি বলেন, 'বাড়তে থাকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

রাজ্যবাসীকে 'বুলেটের জবাব ব্যালটে' দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এমনকী শনিবার দিনভর রাজপথে থেকে বাংলার পঞ্চায়েত ভোটের 'আঁখো দেখি হাল' চাক্ষুষ করেছিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। ভোটের শেষে রাতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বাংলাকে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি মুক্ত করতে সামনে এনেছিলেন নতুন কর্মসূচির কথা। 'মুক্ত বাতাস' নিতে উড়ে গিয়েছিলেন দিল্লি। দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। তারপরই ফের মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেই রাজ্যের হাল হকিকত চাক্ষুষের কাজে নেমে পড়েছেন।

'সন্ত্রাসে'র প্রশ্নে রাজ্যপালের হুঁশিয়ারি ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চাও। যারা আইন ভাঙছেন, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সত্যি কী পদক্ষেপ নেন- সেটাই এখন দেখার, মত সংশ্লিষ্ট মহলের।যারা সন্ত্রাসের পিছনে দায়ী তারা রেহাই পাবেন না। আইন যারা ভাঙছেন, তাদের বিরুদ্ধে সব সংস্থাকে মাঠে নামতে হবে।'

রাজ্যপাল আরও বলেন, 'কন্ট্রোলরুমে বসে যাঁরা মাঠে ময়দানে গুন্ডাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কড়া ব্যবস্থা নেব। কড়া পদক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই, কারণ এই সন্ত্রাস ভবিষ্যত প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আগামী প্রজন্মের জন্য রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে আমরা

এরপর ৩ পাতায়

হার বাঁচাতে ব্যালট পেপার

গিলে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী! অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হাবড়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগণা: যাকে বলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। চার ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীর কাছে হেরে গিয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী ! প্রেস্টিজিয়াস ম্যাটার। ফের রি-কাউন্ট। তাতেও ফল একই। পরাজিত প্রার্থীর দাবি মেনে, ফের গণনা শুরু হল। মাত্র চারটি ব্যালট গোনা বাকি। বস্তুত, ব্যালট পেপারকে কেন্দ্র করে এদিনই সামনে এসেছে একাধিক ঘটনা। কোচবিহারে ব্যালট পেপারে কালি ছেটানোর অভিযোগে গ্রেফতার শাসকদলের প্রার্থী। পূর্ব বর্ধমানে আবার দু'তাড়া ব্যালট নিয়ে পালানোর চেষ্টার অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতে গ্রেফতার শাসকদলেরই আরেক প্রার্থী। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি তাঁকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটির দাবি, ব্যালট পেপার গিলে ফেলার অভিযোগ ঠিক নয়। তিনি ৫৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন।ফল একই হতে চলেছে আন্দাজ করে এরপরই টেবিলে থাকা বাকি চারটি ব্যালটকে ছিনিয়ে নিয়ে মুখে পুড়ে খেয়ে ফেলার (ইধষষড়ঃ ঢ়ধঢ়বৎ ংপধস) অভিযোগ উঠল শাসকদলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান সকলেই। উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ার ২ নম্বর ব্লকের ভুরুকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একত্রিশ নম্বর বুথের ঘটনা। বিষয়টি

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

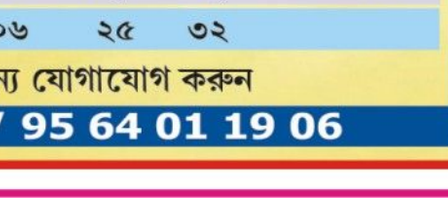

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

ইডির কাছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর নাম

বলে দিয়েছেন অভিষেক!', বোমা ফাটালেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী

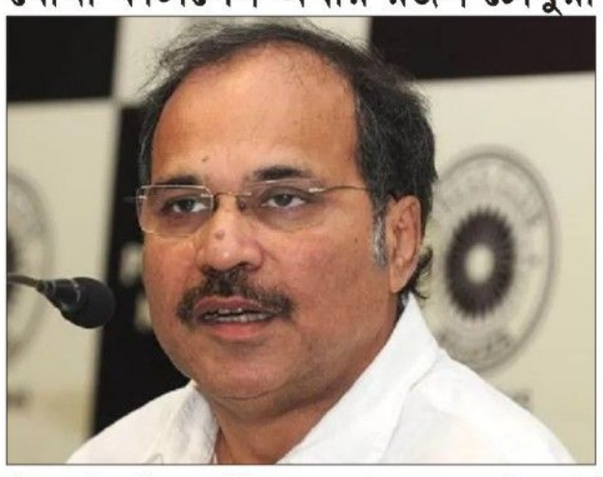

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের বিস্ফোরক দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর । তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির কাছে জেরায় পশ্চিমবঙ্গের ২ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর নাম বলে দিয়ে এসেছেন বলে দাবি কংগ্রেস নেতার।সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করার অনুমতি চান অধীর। যেহেতু হাইকোর্টে আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলছে, তাই কেউ যদি মামলা করতে চান তবে নিজেকে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। সেই কারণেই অধীর মুর্শিদাবাদ থেকে চলে আসেন এদিন সাতসকালেই।

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'আমি মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি। আমার জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি হচ্ছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। অনেকেই উপযুক্ত ন্যায্য বিচার পাচ্ছেন না। এমনকী মৃতদের পরিবারদের হাতেও দেহ তুলে দেওয়া হচ্ছে না।'

এরপরই প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি মামলা করার অনুমতি দিচ্ছি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে খবর দিন।' দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন অধীর। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, সোমবারই এই শুনানি হতে পারে।

এরই সঙ্গে অধীরের দাবি কয়লা পাচার মামলায় কে মূল অভিযুক্ত তা ভালোভাবে জানে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারপরও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

একটি প্রদেশ কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেখান থেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'ইডি সিবিআই বিজেপি সবাই সব জানে। কয়লা পাচারের নায়ককে সবাই চেনে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির জেরায় বাংলার দুই মন্ত্রীর নাম বলে দিয়ে এসেছেন। মিলিয়ে নেবেন আর কিছু দিনের মধ্যেই মলয় ঘটক ও ফিরহাদ হাকিম ডাকবে ইডি।'

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এমনকী মৃত্যুও ঘটেছে অনেকের। নির্বাচনে এই হিংসার ঘটনায় সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী । এদিন নিজেই তিনি আদালতে এলেন।

মমতার মামারবাড়ি গ্রামেই বড় জয় বিজেপির,

৩ আসনের মধ্যে দু'টিই গেরুয়া শিবিরে দখলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাবাড়ির গ্রামেই ধরাশায়ী হল তৃণমূল । রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের কুসুম্বা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩টি আসনের মধ্যে ২টি আসনেই জিতে গেছে বিজেপি। একটিতে তৃণমূল!২০১৯ সালের লোকসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও কুসুম্বা গ্রামে ভাল ফল করতে পারেনি তৃণমূল। লোকসভা ভোটে বীরভূমের সিট থেকে তৃণমূলের শতাব্দী রায় জিতলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাম থেকে জিতেছিল বিজেপিই। বিধানসভা নির্বাচনেও একই ফল হয়েছিল।এই গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবারের নাম লোকের মুখে মুখে ঘোরে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বারবার তাঁকে বলতে শোনা গেছে, মামারবাড়ির গল্পের কথা।

সেই মামার বাড়ির গ্রামের ৩১ ও ৩২ নম্বর বুথে বিজেপির কাছে হেরে গেলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এই ৩১ নম্বর বুথেই ভোট দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা অনিল মুখোপাধ্যায়। সেই বুথে বিজেপি প্রার্থী অর্চনা হাজরা হারিয়ে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী সাথী লেটকে।

অন্যদিকে, ৩২ নম্বর বুথে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী গৌতম লেটকে হারিয়ে দিল বিজেপির গঙ্গাধর হাজরা। এই দুই আসনে বিজেপি জিতলেও অন্য এক আসনে তৃণমূল জিতেছে। সেই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিল ছিলেন আদিত্য দত্ত।

গণনা ঘিরে অশান্তি,

ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের গণনার দিন মঙ্গলবার রাজ্যের একাধিক জেলায় গণনাকেন্দ্রে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হওয়ার পর থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে। আর এই অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ জমা পড়ছে তার ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। উল্লেখ্য এদিন মালদা রতুয়া ১ নম্বর ব্লকে চাঁদমণি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল প্রার্থীর এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গণনা কেন্দ্র যাওয়ার সময় মারধরের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় গণনাকেন্দ্রের সামনে রাস্তার ওপর মাইকিং করে ও লাঠি উঁচিয়ে জমায়েত সরাতে হয়েছে পুলিশকে। এদিকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের গণনাকেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে বাধা দেওয়ায় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিচয়পত্র পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান সাংবাদিকরা। পাশাপাশি অশান্তির ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুরে। বিরোধীদের গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ। প্রতিবাদে বিষ্ণুপুর থানার সামনে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা।

মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা সাংবাদিকদের বলেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রের থেকে যে অভিযোগ এসেছে সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভোটগণনার মাঝেই পুনর্নির্বাচনের দাবি শুভেন্দুর!

হাই কোর্টে দায়ের মামলা

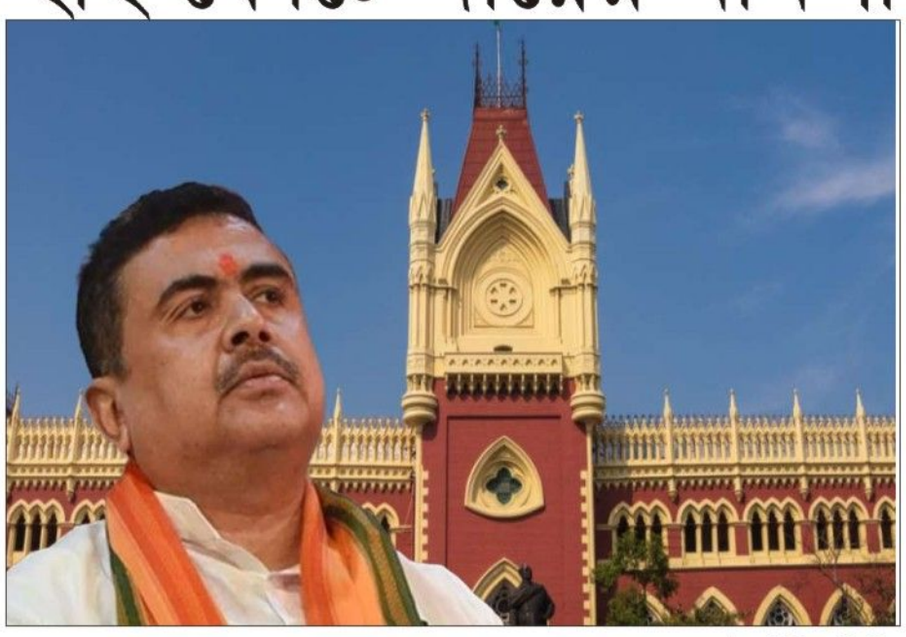

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের গণনা একেবারে মধ্যগগনে। তারই মধ্যে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার গণনা চলাকালীনই ৬ হাজার বুথে ফের ভোটগ্রহণের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে যান তিনি।হাওড়ার জয়পুরের ঘটনা সামনে এনে সিপিএমও এদিন মামলা করেছে। সমস্ত মামলা একসঙ্গে শোনার আশ্বাস দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন-সহ একাধিক আবেদন নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধীরা। পরবর্তীতে ভোট বাতিলের দাবিও তোলা হয়। তবে গণনা চলাকালীন এতগুলি বুথে ফের ভোট চেয়ে শুভেন্দুর হাই কোর্টে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।বুধবার এই মামলা-সহ একাধিক মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারীর তরফে আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী আদালতে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর আবেদন মেনে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে উচ্চ আদালত । এদিন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার অভিযোগ এনে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, হাওড়ার পাঁচলা, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে পুনরায় ভোট ও হিংসার অভিযোগ সামনে এনে মামলা দায়েরর আবেদন জানান প্রিয়াঙ্কা।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

পঞ্চায়েতের ফলের দিনই বিরাট চমক,

রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী অনন্ত মহারাজ? জোর জল্পনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যসভার একটি আসনে প্রার্থী হিসাবে সম্ভবত অন্তত মহারাজের নাম প্রস্তাব করতে পারে বিজেপি। সূত্রে মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। রাজ্যসভার একটি আসনেই বিজেপি জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আসনেই অনন্ত মহারাজকে পাঠাতে চায় বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় তিন পুরনো মুখে ভরসা রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস।পাশাপাশি, তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র এবং আরটিআই কর্মী সাকেত গোখলেকেও রাখা হয়েছে ওই তালিকায়। একটি আসনে উপনির্বাচন হবে। তবে সেই আসনে প্রার্থী কে, তা তৃণমূলের তরফে এখনও নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।ফের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ডেরেক ও ব্রায়েন, সুখেন্দু শেখর রায় ও দোলা সেনকে। বাদ গেল দুই সাংসদ সুস্মিতা দেব ও শান্তা ছেত্রী। নিয়ে আসা হল তিন নতুন মুখকে।

তালিকায় রয়েছেন সাকেত গোখলে। যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র। আনা হল বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি সামিরুল ইসলামকে। মনোনয়ন দেওয়া হল আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে।

এরপর ৩ পাতায়

গণনা কেন্দ্রের বাইরে কেঁদে ফেললেন

তৃণমূল প্রার্থী, বর্ধমানে ধুন্ধুমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট গণনা। আর সেই সঙ্গেই বিভিন্ন জেলা থেকে একের পর এক খবর আসছে। তবে বর্ধমান ১ নম্বর ব্লক থেকে এসেছে তৃণমূল প্রার্থীর এক করুণ চিত্র। গণনা কেন্দ্রের বাইরে গাছের তলায় বসে কেঁদে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী। ভেঙে পড়লেন তিনি।তিনিই প্রথম এ বছর প্রার্থী হয়েছেন। পেশায় গৃহবধূ। পরিবারে কাউকে না পেয়ে ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। উপস্থিত মহিলা পুলিশ কর্মীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বসান। কিন্তু গণনা কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত প্রবেশই করতে পারলেন না তিনি। এ বারে তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী করা হয় তাঁকে।

এখনও পর্যন্ত যা খবর এসেছে, তাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ আসনে এগিয়ে আছে তৃণমূল। কোথাও কোথাও তৃণমূলের প্রার্থীরা-সমর্থকরা সবুজ আবির নিয়ে মেতে উঠেছেন জয়োল্লাসে।

এরপর ৩ পাতায়

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

হার বাঁচাতে ব্যালট পেপার গিলে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী! অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হাবড়া

প্রকাশ্যে আসতেই রীতমতো হইচই পড়ে গিয়েছে এলাকায়। সিপিএম প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, চারটি ভোটে আমি জিতেছিলাম। পুনর্গণনাতেও একই ফল দেখা যায়। দ্বিতীয়বারও বোঝা যাচ্ছিল, ফল আমারই অনুকূলে যাবে। তাই নিজের পরাজয় রুখতে তৃণমূল প্রার্থী টেবিলে থাকা শেষের চারটে ব্যালট খেয়ে নেয়। বিষয়টির সাক্ষী রয়েছেন ভোট কর্মীরাও।

১-ম পাতার পর

'কন্ট্রোলরুমে বসে যাঁরা গুন্ডাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব', হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

বন্ধপরিকর এবং আমরা তা করব।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নাম না করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেই নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। বস্তুত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে গত বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'রক্তাসুর', 'ব্যর্থ', 'কৃষ্ণ সেজে কংসের মতো আচরণ', 'রক্ত লেগে রয়েছে হাতে, গঙ্গা জলেও তা ধোয়া যাবে না' সহ বাছা বাছা বিশেষণে আক্রমণ শানিয়েছিলেন তিনি। রাজ্যপালের এমন আক্রমণে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল শাসক দল তৃণমূল। রাজ্যপাল 'বিজেপির ক্যাডারের মতো আচরণ' করছেন বলে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের প্রথমসারির নেতারা। পাল্টা হিসেবে গত শুক্রবার মুর্শিদাবাদের হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর রাজ্যপাল বলেন, 'আমি পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় যাচ্ছি না। গণতন্ত্রের স্বার্থে আমি কাজ করব, সেটাকে কেউ প্রচার বললে বলবেন।'

১-ম পাতার পর

মণিপুরে নিহত ১৪২,গ্রেফতার ১৮১ জনের ১১০ জনই জামিনে মুক্ত

কোনও মহলের দাবি, চাপের মুখে বহু দুষ্কৃতীকে মুক্তি দিয়েছে প্রশাসন।

হলফনামায় রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ইম্ফল উপত্যকা এবং পার্বত্য মণিপুর রাজ্যের দুই অংশেই বহু মানুষ খুন হয়েছেন। ইম্ফল উপত্যকায় মূলত সংখ্যাগুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের বাস। অন্যদিকে, জনজাতি কুকিরা বসবাস করে পার্বত্য মণিপুরে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, চলতি জাতি দাঙ্গার মূল কেন্দ্র চুড়াইচাঁদপুর এবং বিষ্ণুপুরে নিহত হয়েছেন যথাক্রমে ২৬ এবং ১৮ জন। এই এলাকায় কুকিদের বাস তুলনামূলকভাবে বেশি।আবার মেইতেইদের বসবাসের এলাকা ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিমে মারা গিয়েছেন ২৯ জন করে মোট ৫৮ জন। কুকি অধ্যুষিত কাকচিং এবং মেইতেইদের বসবাসের এলাকা কাংপোকপিতে মারা গিয়েছেন যথাক্রমে ২১ জন ও ৮ জন। তবে পুলিশ-সেনা-আধাসেনার অভিযানে কত জঙ্গি নিহত-আহত হয়েছে, বাহিনীর জওয়ানদের হতাহতের পরিসংখ্যান হলফনামায় নেই। মুখ্যসচিবের পেশ করা রিপোর্টে ৪ জুলাই পর্যন্ত ঘটনার পরিসংখ্যান আছে। ৩ মে জাতি দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, গুলি, বোমা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার পাশাপাশি বহু মানুষকে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হামলার পরও ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে স্পষ্ট মানুষকে এলাকা ছাড়া করা উভয়পক্ষের আসল লক্ষ্য। যে কারণে মাত্র দু মাসে ৫০৫৩টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। মুখ্যসচিব হলফনামায় বলেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে রাজ্য জুড়ে তৈরি হওয়া অসংখ্য বাঙ্কার। দু-পক্ষই হামলার জন্য বাঙ্কার তৈরি করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকছে। নিরাপত্তা বাহিনী সেগুলি ভেঙে দিলেও নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাঙড় বিরোধীদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে একেবারে শুরু থেকে নজর ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটের ফলপ্রকাশের দিন পর্যন্ত দফায় দফায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই ব্লক। মনোনয়নে বাধা দেওয়া থেকে ভোটের দিন সন্ত্রাস, এই ভাঙড়ে হাজারও অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে শাসকদল। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে ১০টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯টিই গিয়েছে শাসকদলের দখলে। কিন্তু শুধু যে আসনগুলিতে ভোট হয়েছে, সেই আসনগুলির বিচার যদি করা যায় তাহলে লড়াই তুল্যমূল্য হয়েছে। ভাঙড়ের আইএসএফ শিবির এখন আক্ষেপের সুরে বলছে, সন্ত্রাস পেরিয়ে যদি সব আসনে যদি দেওয়া যেত, তাহলে হয়তো সার্বিক ফলাফল চমকে দেওয়ার মতো হত।আবার পালটা হিংসার অভিযোগও এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্রেফ এই ব্লকেই ভোটের বলি হয়েছে তিন-তিনটে তরতাজা প্রাণ। প্রশ্ন হল, এ হেন 'রক্তক্ষয়ী' লড়াইয়ের ফল কী হল?

পাতি পরিসংখ্যান বলছে, ভাঙড়জুড়ে শাসকদলের 'উন্নয়নের বন্যা' বয়ে গিয়েছে। শুধু পোলেরহাট দুই নম্বর পঞ্চায়েত ছাড়া সবকটি পঞ্চায়েতই গিয়েছে শাসকের দখলে। ভাঙড় এক নম্বর ব্লকের অধিকাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই জিতেছিল তৃণমূল। ভাঙড় দুইয়েও ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৮টি আসনের মধ্যে ৮৬টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায় শাসকদল। পঞ্চায়েত সমিতির ৩০ আসনের মধ্যেও ১৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায় শাসকদল। স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত বা সমিতির বোর্ড গঠনের থেকেও বেশি নজর ছিল যে আসনগুলিওতে ভোট হয়েছে, সেই আসনগুলির ফলাফলের দিকে। তাতে দেখা যাচ্ছে, যে আসনগুলিতে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পেরেছিল, সেই আসনগুলিতে সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। আর সেই লড়াইটাকেই আইএসএফ তথা বিরোধী শিবির সাফল্য হিসাবে দেখছে।

ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বামনঘাটা পঞ্চায়েতে একচ্ছত্র জয় পেয়েছে তৃণমূল। বেওতা-ও তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। বেওতার এক নম্বর পঞ্চায়েতের সবকটি আসনও গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। বেওতার দুই নম্বর পঞ্চায়েতেও তৃণমূল জিতেছে অনায়াসেই। তবে এই পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য নয়। সেখানে ৩টি আসনে জয় পেয়েছে সিপিএম। ভগবানপুর পঞ্চায়েতের ২৮টি আসনের মধ্যে ১৪টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতে তৃণমূল। বাকি যে ১৪ আসনে নির্বাচন হয়, তার মধ্যে চার আসন জিতেছে আইএসএফ। ভোগালির দুটি পঞ্চায়েতে মোট আসন ৩৬। এর মধ্যে ২২টি আসনে কোনও প্রার্থী ছিল না বিরোধীদের। বাকি যে ১৪ আসনে ভোট হয়েছিল, তার মধ্যে ৭টি আসনে জিতেছে তৃণমূল , আর বিরোধীরা ৭টি আসনে জিতেছে। চালতাবেড়িয়ার ৩০ আসনের মধ্যে ভোট হয় ২১টিতে। তার মধ্যে ১৩টি আসনে জিতেছে বিরোধীরা। আর তৃণমূল জিতেছে ৮ আসনে। যদিও ৯ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতায় বোর্ড গঠন করেছে শাসকদল। পোলেরহাট এবং শানপুকুর পঞ্চায়েতেও ছবিটা একইরকম। এই দুটি পঞ্চায়েতে ভোট হয়েছে ১০টি ও ১৬টি আসনে। এর মধ্যে পোলেরহাট এক নম্বর পঞ্চায়েতে ১০টির মধ্যে ৭টি জিতেছে আইএসএফ। তিনটি তৃণমূল। আবার শানপুকুরে ১২ আসনে আইএসএফে জিতেছে, তৃণমূল জিতেছে ৪ আসনে। তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের দরুণ এই দুটি পঞ্চায়েতেই বোর্ড গঠন করবে শাসকদল। এই পঞ্চায়েতগুলিতে ভাল ফল করার পাশাপাশি পোলেরহাট দু'নম্বর পঞ্চায়েত দখলে গিয়েছে বিরোধীদের। সেখানে ২৪ আসনের মধ্যে ১৮টি গিয়েছে জমি রক্ষা কমিটি সমর্থিত নির্দলদের দখলে। আর পাঁচটি জিতেছে আইএসএফ। তৃণমূল জিতেছে মাত্র একটিতে।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার জেরে বাংলা ছেড়ে অসমে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা! 'বাংলা থেকে পালিয়ে অসমে আশ্রয় নিয়েছে ১৩৩ জন', টুইট করলেন স্বয়ং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। টুইট করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার অভিযোদে দিল্লি থেকে বাংলায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বিজেপি। হিংসাকবলিত এলাকা ঘুরে দেখে, জেপি নাড্ডাকে রিপোর্ট দেবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। কোনও একটি নির্দিষ্ট জেলা নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দিনভর অশান্তি চলে গোটা রাজ্যেই। সঙ্গে ছাপ্পা ভোট! ৭ জেলায় ভোটের বলি ১৫! সোমবার পুনর্নির্বাচন হয় ২২ জেলার প্রায় সাতশো বুথে। এদিকে আজ, মঙ্গলবার যখন পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলছে, তখন টুইট করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার কারণে অসমের ধুবড়ি জেলায় আশ্রয় চেয়েছিলেন ১৩৩ জন। আমরা তাঁদের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দিয়েছি। দেওয়া হয়েছে খাবার ও স্বাস্থ্য পরিষেবাও'।এর আগে, যেদিন রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হয়, সেদিন সন্ধ্যায় হিংসা ও ভোট লুঠের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার বিজেপি কর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

২ পাতার পর

গণনা কেন্দ্রের বাইরে কেঁদে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী, বর্ধমানে ধুন্ধুমার

এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে, সে কথা বলাও চলে। গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে বাম-কংগ্রেস জোটও। সব মিলিয়ে লড়াই জমে উঠেছে পঞ্চায়েতের লড়াই।কী ঘটেছে সেখানে? বর্ধমান এক নম্বর ব্লক বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে না পেরে গণনা কেন্দ্রের সামনে গাছতলায় বসে কাঁদতে শুরু করলেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী রাখি দাস। গণনা কেন্দ্র থেকে তাঁকে বার করে দেওয়া হয়েছে এমনটাই তিনি জানিয়েছেন। এই গণনা কেন্দ্রেই বিরোধী সমস্ত এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে বাইরে যেতে বলা হয় তৃণমূলের এই প্রার্থীকে।

নির্ভয়া তহবিলের মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও পকসো পীড়িতদের

সহায়তার লক্ষ্যে নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : নির্ভয়া তহবিলের মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও পকসো পীড়িতদের সহায়তার লক্ষ্যে নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের উদ্যোগে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ এবং গর্ভবতী নাবালিকাদের সাহায্যের জন্য ৭৪.১০ কোটি টাকার এই প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। আশ্রয়, খাদ্যের ব্যবস্থা ও দৈনিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো, আদালতে শুনানির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপদে যাতায়াত, ধর্ষণ বা গণ-ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়া পরিবার-পরিত্যক্ত নাবালিকাদের সাহায্যের জন্যই এই প্রকল্প।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে পকসো আইনে ৫১,৮৬৩টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক গর্ভবতী এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার বালিকাও রয়েছে। এরা যখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা অনাথ হয়ে পড়ে, তখন তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল:

(১) এক ছাদের নীচে নাবালিকাদের ধারাবাহিক সাহায্য ও সহায়তা প্রদান।

(২) তাৎক্ষণিক, জরুরি এবং সাধারণ ক্ষেত্রে শিক্ষা, পুলিশি সহায়তা, মেডিক্যাল (মাতৃত্বকালীন, নবজাতক ও শিশু পরিচর্যা), মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক কাউন্সেলিংয়ে আইনি সাহায্য, পীড়িত নাবালিকাদের বিমার আওতায় আনা এবং তার সদ্যোজাত শিশুর জন্য এক ছাদের নীচে বিচার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

উপযুক্ততার শর্তাবলী:

* ১৮ বছরের নীচে পীড়নের শিকার যে কোনও বালিকা।

* পকসো আইনের ৩ ও ৫ নং ধারায় যৌন নির্যাতন।

* এ ধরনের যৌন পীড়ন বা ধর্ষণের ফলে কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়লে। সেক্ষেত্রে নাবালিকাকে অনাথ বা পরিবার পরিত্যক্ত হতে হবে অথবা ঐ নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে থাকতে না চাইলে।

এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে গেলে, নিগ্রহের শিকার নাবালিকাকে এফআইআর-এর কপি রাখতে হবে, এমনটি বাধ্যতামূলক নয়। তবে যিনি এর দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি প্রকল্পের রূপায়ণ এবং এফআইআর নথিভুক্তির বিষয়টি দেখবেন।

চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস (সিসিআই) চিল্ড্রেনস হোম-এর অনুসরণ করা পদ্ধতিসমূহ:

হোমের দায়িত্বে যিনি থাকবেন, তাঁকে বালিকার জন্য পৃথক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যা বাড়িতে থাকা শিশুর চেয়ে আলাদা হবে। বালিকার দেখাশোনার জন্য একজনকে নিযুক্ত করতে হবে। বালিকাটির যত্ন এবং সুরক্ষার জন্য পৃথক তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২ পাতার পর

পঞ্চায়েতের ফলের দিনই বিরাট চমক, রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী অনন্ত মহারাজ? জোর জল্পনা

আগামী ১৮ আগস্ট মেয়াদ শেষ হচ্ছে বাংলার ছয় সাংসদের। সেই তালিকায় ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন, সুখেন্দু শেখর রায়, দোলা সেন, শান্তা ছেত্রী, সুস্মিতা দেব। ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। এবার বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক নেই। একজন কংগ্রেসের প্রতীকে জিতলেও, বায়রন বিশ্বাস যোগ দিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলে। ফলে এবার কংগ্রেসের হয়ে লড়ার কেউ নেই। এই আসনে বিধায়কের হিসাবে জয় হাসিল করবে বিজেপি। অন্যদিকে পদত্যাগ করায় লুইজিনহো ফালেরিও'র আসনে হবে ভোট।পুরনোদের মধ্যে রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, রাজ্যসভার উপদলনেতা সুখেন্দুশেখর রায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের নেত্রী দোলা সেনকে তৃতীয়বারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গে ভোট সমীকরণের কথা মাথায় রেখে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ওই জেলার তৃণমূল সভপতি প্রকাশ চিক বড়াইককে। এ বার সংখ্যালঘু মুখ হিসাবে রাজ্যসভায় প্রার্থী হলেন বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি এবং সমাজকর্মী সামিরুল ইসলাম।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ১৯১ সংখ্যা ১২ জুলাই, ২০২৩ বুধবার ২৬ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রক্তে ভেজা বাংলায় জয়ের তৃণমূল

পঞ্চায়েতের মনোনয়ন পর্ব থেকেই সংঘর্ষে দীর্ণ বাংলা। নির্বাচনের দিনই রাজ্যে খুন হয়েছেন ২১ জন। মনোনয়ন পর্বে খুন হন ১৬ জন। বিরোধীদের তরফে এক্ষেত্রে দায়ী করা হয়েছিল তৃণমূলের সন্ত্রাসকে। কিন্তু সেই সন্ত্রাসকে পেছনে ফেলে রাজ্যজুড়েই হুহু করে এগোচ্ছে ঘাসফুল শিবির।বিরোধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামে ভালো অবস্থায় বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, শাসকদলের অত্যাচারের জবাব দিয়েছে নন্দীগ্রাম। অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের জবাব, নন্দীগ্রামে বিজেপি ভালো ফল করেছে। কিন্তু গত বিধানসভার নীরিখে ভালো ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, সবমাত্র জেলা পরিষদের ফলও প্রকাশ হতে শুরু করেছে। সম্পূর্ণ ফল সামনে আসতে বেশকিছু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ জেলাতেই বিরোধীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস।জয় ও এগিয়ে থাকার নীরিখে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির লড়াইয়ে তৃণমূলের আসেপাশে নেই বিজেপি-সহ বিরোধীরা। জেলা পরিষদের কোনও স্পষ্ট ছবি এখনও আসেনি। তবে শাসকদল ভোটের ফলে এগিয়ে থাকলেও এবার ভোটে যেভাবে রক্ত ঝরেছে তা এড়িয়ে যেতে পারে না শাসকদল।আাগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের জন্য অ্যাসিড টেস্ট ছিল উত্তরবঙ্গ। সেই পরীক্ষায় অনকটাই সফল তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গের হারানো জমি অনেকাংশেই পুনরুদ্ধারের সক্ষম তৃণমূল। উত্তরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর- সর্বত্রই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। আলিপুরদুয়ারে ১২৫২ আসনের মধ্যে ৫১৩ আসনের ফল প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে তৃণমূল ৩৪৫, বিজেপি ১৩৬, বাম ১৬, কংগ্রেস ৩,অন্যান্য ১১ আসন পেয়েছে। প্রায় একই অবস্থা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। প্রসঙ্গত, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের বিধানসভা ভিত্তিক ফলের হিসাবে তৃণমূল এগিয়ে ছিল ২৫টি আসনে এবং বিজেপি ১৯টি কেন্দ্রে। লোকসভা ভোটের সময় থেকেই উত্তরবঙ্গে তৃণমূলে ধস নামে। সেখানে বিজেপির জমি শক্ত হয়। যে ধারা অব্যাহত ছিল একুশের বিধানসভা ভোটেও। কিন্তু এবার পঞ্চায়েতে উত্তরবঙ্গে বিজেপির জয়ের রথ ধাক্কা খেল।রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত এই জয়ের পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার যাত্রা। ভোটের ফলাফল সামনে আসতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করেছেন, একজন বলেছিল নো ভোট টু মমতা। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ বলছেন, নাউ ভোট ফর মমতা।অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর বিরোধী মহলের মধ্য থেকে গুঞ্জন উঠেছিল এবার ভাঙবে অনুব্রত গড়। কিন্তু এখনওপর্যন্ত পঞ্চায়তের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে বিরোধীরা ৬টি পঞ্চায়েত দখল করলেও জেলার নীরিখে সেই ফল তৃণমূলের সহেগ কোনও তুলনাতেই আসে না। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের যেসব কর্মী সারা বছর দলের জন্য খেটেছেন তাদের পছন্দের প্রার্থী করা হয়নি। এনিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু সেই ফাঁকফোকর দিয়ে বিরোধীরা তাদের রাস্তা বের করতে পারেনি। বীরভূমে চল্লিশ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছেন তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য কাজল সেখ। বগটুইয়ের মতো জায়গাতেও জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বীরভূমে জেলা পরিষদের ১১ আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ৪৯০ আসনের পঞ্চয়েত সমিতির ২৩৪ আসনে জয়ী হয়েছে তারা।জঙ্গলমহলে যতটা খারাপ ফল হওয়ার কথা বিরোধীরা বলেছিল তার তেমন কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। পুরুলিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৭৬ আসনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১২২৬ আসনে জয়ী হয়েছে ঘাসফুল শিবির। বিজেপি সেখানে পেয়েছে ২৭৪ আসন। বামেরা সেখানে পেয়েছে ১৩২ আসন। অন্যানরা পেয়েছে ১৫৯ আসন। বাঁকুড়াতেও এক ছবি। গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন ৩১২৯। সেখানে তৃণমূল পেয়েছে ২০২৭টি আসন।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

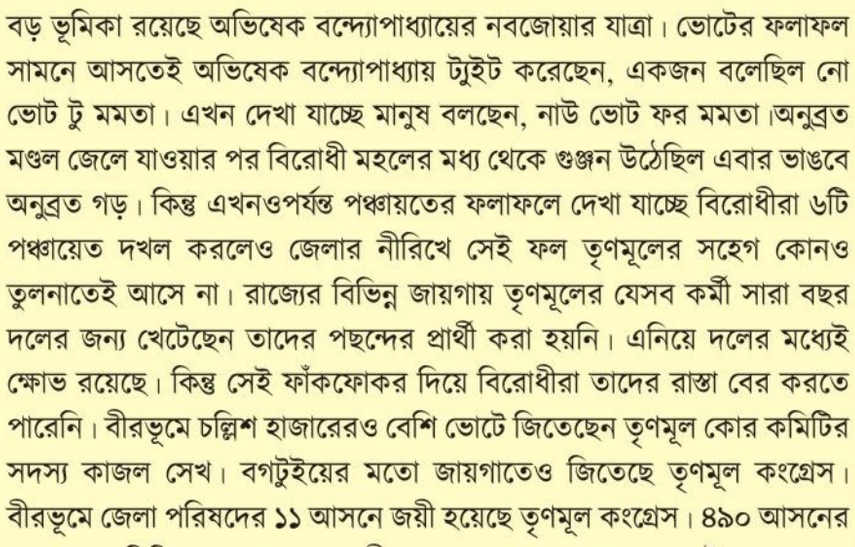

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই সময় মানুষের ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ, সম্মান যশ অর্থ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ হয়ে থাকে। সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় যেন দিনে দিনে। তবে,শনিদেব মৃত্যু ও ন্যায় বিচারের দেবতা যমদেব বা ধর্মরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

মানুষ মায়ের পেটে থেকে কিছু শিখে আসে না।জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্য পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে।আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে,।সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে।সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি । আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার।চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে।পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে ,তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা।তিনি এই ব্রম্ভান্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে।কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি।যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত।তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল।সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্নাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা। তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক জনের একেক রকমের বেশ। তবে এর মধ্যে শিব ঠাকুরের পোশাক কিন্তু বেশ 'ইউনিক'। বাঘছালকে পোশাক হিসেবে পরতে দেখা যায় একমাত্র তাঁকেই। মাথায় জটা, জটায় সাপ আর পরনে বাঘছালই অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দেয় শিব ঠাকুরকে। শিবের কাহিনি অনাদি কালের। হরপ্পা সভ্যতায় পূজা পেতেন এক যোগী পশুপতি। পরবর্তী কালের আর্য ঋষিরা পশুপালক ভেষজরক্ষক একাদশ রুদ্রের স্তোত্র রচনা করেছেন। আর্য ঋষিরা কিন্তু লিঙ্গ-উপাসক শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন । বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

যে নায়িকার সঙ্গে আপত্তিকর কাণ্ড ঘটালেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানকে শুধু বলিউড ইন্ডাস্ট্রির বাদশাহই বলা হয় না। তাকে পর্দার রোমান্টিক হিরোও বলা হয়ে থাকে। আট থেকে আশি, প্রায় সব বয়সী নারীদের কাছে অন্যরকম এক আবেগ তিনি। পর্দায় প্রেম ফুটিয়ে তোলার জন্য বরাবরই তিনি অন্যতম। তবে শাহরুখের একটা নিয়ম রয়েছে তিনি পর্দায় চু'মু খাবেন না। যাকে বলে 'নো কিসিং পলিসি'।

যার নড়চড় হয়নি এত বছরের ক্যারিয়ারে। কিন্তু সেই নিয়মভঙ্গ করেন তার ৪০তম ছবি 'যাব তাক হ্যায় জান' এর সময়। ২০১২ সালে মুক্তি পায় এই ছবি। এটি ছিল পরিচালক যশ চোপড়ার শেষ ছবি। শাহরুখ খান, ক্যাটরিনা কইফ ও অনুষ্কা শর্মা অভিনীত এই ছবিতেই এত বছরের মেনে চলা নিয়ম ভাঙলেন এই অভিনেতা। চু'মুর দৃশ্যে বিব্রত হয়েছেন শাহরুখ, তাও কেন ভাঙলেন? এত বছরের নিয়ম জানালেন অভিনেতা। যা শাহরুখের জন্য নিয়ম ভাঙ্গা এক আপত্তিকর কাণ্ড!

যে কোনো ছবিতে সই করার আগে দুটোই শর্ত রাখেন শাহরুখ। এক তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, পর্দায় চু'মুর কোনো দৃশ্য থাকবে না। কারণ দুটি কাজই তার জন্য খুব অস্বস্তিকর। শাহরুখ বলেন, আমায় কেউ গল্প শোনাতে আসলে আমি আগে থেকে বলে দেই ঘোড়ায় চড়া ও চু'মুর দৃশ্যে আপত্তি আছে।

এই ছবির জন্য প্রথমে আপত্তি থাকলেও পরে অবশ্য ক্যাটরিনার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ান অভিনেতা। শাহরুখের কথায়, শুটিং সেটে প্রায় ১০০ মানুষের সামনে এ ধরনের দৃশ্যে অভিনয় কতটা বিব্রতকর ছিল তা জানিয়েছিলাম যশজিকে। প্রথমে অবশ্য আদিত্য চোপড়া ও যশ চোপড়া দুজনেই বলেন চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে না। পরে আমাকে বাধ্য করেন ওঁরা। এ ছাড়াও পারিশ্রমিকও দেন।যদিও তার পর এখনও পর্যন্ত কোনও ছবিতে অন্য কোনও নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায়নি শাহরুখকে।

খোলামেলা ছবিতে উষ্ণতা ছড়ালেন পূজা ব্যানার্জী

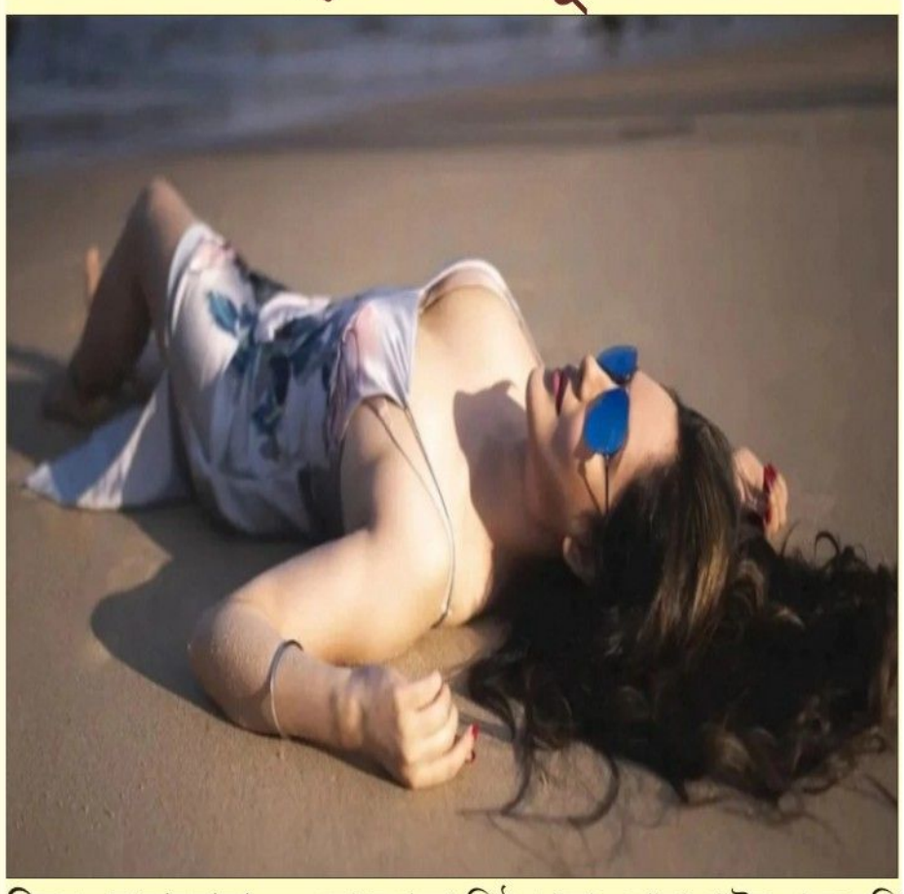

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী পূজা ব্যানার্জী। টলিউড থেকে বলিউড, কাজ করেছেন একাধিক সিনেমায়। শুধু অভিনয়েই নয়, তার রূপেও মুগ্ধতা ছড়ায় ভক্তদের মনে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক খোলামেলা ছবিতে দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে। যে সকল ছবিতে উষ্ণতা ছড়িয়েছেন তিনি। কখনো কালো বিকিনি তো কখনো পিঠ খোলা পোশাকে নজর কেড়েছেন পূজা। সুইমিং পুলের পাশে কালো মনোকিনি পড়ে শুয়ে রোদ পোহানোর মুহূর্তে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন নায়িকা। বোল্ড লুকে তিনি বহু ভক্তদের বুকে ঝড় তুলেছেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অফ শোল্ডার গোলাপি গাউনেও সমান নজরকাড়া তিনি। হালকা মেকআপে নরমাল লুকেও যেন অনন্যা। কিছুদিন আগেও একটি পিঠ খোলা গাউন পরে ছবি দিয়েছিলেন পূজা। খোলা পিঠে কাধ বেয়ে নেমে এসেছে চুল। লম্বা কানের দুল, লেহেঙ্গায় একদমই অন্য রকম লাগছিল নায়িকাকে দেখতে।

নায়িকার এসব ছবিতে ভক্তদেরও বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে অধিকাংশই নায়িকার রূপের প্রশংসা করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ তার এই সাহসী অবতারের নেতিবাচক মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন।

বিতর্কিত প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে নিজের অভিমত জানালেন কাজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে ব্যাপক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে নতুন প্রজন্ম। কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন অনেকেই। বলা চলে, এখন ফ্যাশনেও পরিণত হয়েছে এটি।

তবে অনেক সময় এসব প্লাস্টিক সার্জারি করতে গিয়ে হিতে বিপরীতও ঘটেছে। রীতিমতো ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অনেক মানুষকে। এরপরেও নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রীদের বেশিরভাগই ঝুঁকেছেন এই দিকে। আবার সার্জারি করার পর নিন্দার মুখেও পড়ছেন তারা।

এ দিকে বিতর্কিত প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে নিজের অভিমত জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। যিনি নব্বই দশক থেকে এখন পর্যন্ত নিজের সৌন্দর্য আর অভিনয়ের দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। অভিনেত্রী জানান, প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়াই ভালো আছেন তিনি।

কাজল বলেন, মেকআপ দিয়েই সৌন্দর্য বাড়ানো যায়, এর জন্য সার্জারির প্রয়োজন নেই। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে একটা নির্দিষ্ট রূপে বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার চাওয়া মাফিক যেটুকু ভালো হয়নি, সেটার জন্য তো মেকআপ আছে! সৌন্দর্য বাড়াতে প্লাস্টিক সার্জারি একটা বিকল্প হতে পারে। তবে লোকে বললেই সেটা করে ফেলা উচিৎ নয়।

অভিনেত্রী আরও বলেন, এটা ব্যক্তিগত পছন্দে করা যেতে পারে। কিন্তু লোকের কথায় প্লাস্টিক সার্জারি করা কখনই উচিৎ না। এমন অনেক কিছুই আছে, যা মানুষ আমাকে করতে বলেছে, কিন্তু আমি এসব ছাড়াই এখনও ভালো আছি। মানুষের কথা না শুনে হয়ত আমি সঠিক পথেই আছি। আমি তাদের কথা কখনও গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি ।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ কাজলকে দেখা গেছে নেটফ্লিক্সের অ্যান্থলজি ফিল্ম 'লাস্ট স্টোরিজ টু'-তে। বর্তমানে তার নতুন সিরিজ 'দ্য ট্রায়াল-পেয়ার কানুন ধোঁকা'র প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছেন এই অভিনেত্রী। সিরিজটি আগামী ১৪ জুলাই মুক্তি পাবে।

কপাল ফেটে রক্তাক্ত ঋতাভরী!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বক্সঅফিসে 'ফাটাফাটি'র ফাটাফাটি সাফল্যের পর ঋতাভরী চক্রবর্তী গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। বুধবারই সেই ছবির শুটের নেপথ্যের কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। সেখানেই দেখা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেত্রীর একটি ছবি। কপাল থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত!

স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল উঁকি দিতে পারে যে ঋতাভরীর কী হয়েছে? নায়িকার কপাল ফেটে রক্ত পড়ার এই ছবি আসলে সিনেমার একটি দৃশ্য। পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের ছবির শুটিংয়ের জন্য গত এক মাস লন্ডনে ছিলেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। সিনেমার নাম-'গৃহস্থ।

এই ছবির পুরো দায়িত্বটাই নাকি তার কাঁধে। লন্ডন থেকে ফিরে এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। ঋতাভরী ছাড়াও 'গৃহস্থ' ছবিতে রয়েছেন আরিয়ান ভৌমিক, অনুষা বিশ্বনাথন। নতুন কাজ এবং মৈনাক ভৌমিকের সঙ্গে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন অভিনেত্রী। ফেসবুক পোস্টে ঋতাভরী জানান, "মৈনাক ভৌমিকের 'গৃহস্থ' ছবির শুটিং শেষ হল। এই সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে মৈনাকদা এবং গোটা টিমের থেকে আমি যে ভালবাসা পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার চরিত্রটা ভীষণই চ্যালেঞ্জিং। আর গোটা ছবির দায়িত্ব আমার কাঁধে। সকলে মিলে যে কাজটা আমরা করেছি, সেটা নিয়ে আমি গর্বিত।" এখানেই শেষ নয়! 'গৃহস্থ ছবিতে ঋতাভরীর চরিত্রে যে বিশেষ চমক রয়েছে, আগেভাগেই তার ইঙ্গিত দিলেন অভিনেত্রী। নায়িকার সংযোজন, "এই সিনেমার গল্পটা ভীষণই আলাদা। আমাকে এভাবে আগে কেউ কখনও দেখেননি। আমার চরিত্রতে একটা চমক রয়েছে। দর্শকরা কবে আমাকে এভাবে দেখতে পাবেন, সেটার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

২১ জুলাই

ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হতে পারে মেসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই সবার নজরে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগ। কারণটাও অজানা নয়। প্যারিসের ক্লাব ছেড়ে মার্কিন মুল্লুকের অখ্যাত ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমাতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। নতুন ক্লাবের হয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি এখনো বাকি থাকলেও আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ীর অভিষেক ম্যাচ নিয়ে তুমুল আগ্রহ ভক্ত-সমর্থকদের। টিকিটের দাম ইতোমধ্যে আকাশ ছুঁয়েছে। আগামী ২১ জুলাই ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হতে পারে মেসির। লিগ কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর দল ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে আর্জেন্টাইন তারকার অভিষেক হবে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যম মায়ামি হেরাল্ডকে জানিয়েছেন ক্লাবটির ব্যবস্থাপনা মালিক হোর্হে মাস।

এদিকে, মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণার পর দলটির হয়ে তার সম্ভাব্য অভিষেক ম্যাচের টিকিটের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। যে টিকিটের দাম ছিল ২৯ ডলার (৩১৩৩ টাকা), সেটাই বেড়ে দাঁড়ায় ৩২৯ ডলারে (৩৫৪৫৪ টাকা)। নিউইয়র্কের টিকিটের অনলাইন বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্ল্যাটফর্ম টিকপিক এই তথ্য জানিয়েছিল।

তবে যাদের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারে মেসির অভিষেক হবে, সেই ক্রুজ আজুলের কোচ রিকার্দো ফেরাত্তির মেসিকে ঘিরে খুব একটা আগ্রহ নেই। মেসির মায়ামির বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ক্রুজ আজুল খেলবে আরও দুটি ম্যাচ। ৮ জুলাই তলুকার বিপক্ষে মাঠে নামার পর ১৪ জুলাই তারা খেলবে তিহুয়ানার বিপক্ষে। ক্রুজ আজুলের কোচ রিকার্ডো ফেরাত্তির পুরো মনোযোগ আসন্ন ম্যাচ দুটি ঘিরেই। তিনি বলেন,ওআমি তলুকার বিপক্ষে খেলব আর আপনি আমাকে মেসিকে নিয়ে ভাবতে বলছেন? আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দিন। এখন শনিবারের ম্যাচের জন্য পুরো দলকে চাই। যখন মায়ামির বিপক্ষে খেলব, তখন ভাবব কী করা যায়। আর মেসি কোনো চার মাথার দৈত্য না। সে দারুণ একজন ফুটবলার, অন্যরাও ভালো।

মেসিকে তেমন সমীহের চোখে দেখছেন না ক্রুজ আজুলের ফুটবলার এরিক লিরা। তার মতে, মেসি অন্য সব খেলোয়াড়ের মতোই একজন ফুটবলার। এরিক লিরা বলেন, যতক্ষণ না তার দুটি পা এবং দুটি চোখ আছে, ততক্ষণ সে অন্য সবার মতোই একজন খেলোয়াড়। এটি একটি অনন্য সুযোগ। এটি একটি নতুন টুর্নামেন্ট, আমাদেরলড়াই করতে হবে। তবে সত্যিটা হচ্ছে, এটি অন্য সব খেলার মতোই একটি খেলা। (ম্যানেজার রিকার্ডো) ফেরাত্তি আমাদের বলেছেন যে মেসি অন্য সবার মতোই। স্পষ্টতই তিনি কিছুটা প্রভাবশালী, কিন্তু আমরা জিততে যাচ্ছি।

আইপিএল খেলার জন্যই

ছাড়ছেন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক পেস বোলার মোহাম্মদ আমির স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ২০২৪ আইপিএল টুর্নামেন্ট খেলতে চান। আমির বর্তমানে ইংল্যান্ডে থাকেন এবং পরের বছরই তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ আমির। আর সেকারণেই তিনি আইপিএল টুর্নামেন্ট খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি একটি ইন্টারভিউয়ে আমির বলেছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের মালিক শাহরুখ খানের সঙ্গে তার কখনই কোনও কথাবার্তা হয়নি।

তিনি বলেন, 'আমি শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা করার কোনও চেষ্টাই করিনি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের একটা আলাদা চাহিদা রয়েছে। কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারও একথা খুব ভালো করেই জানেন। কিন্তু, মুখে প্রকাশ করেন না।'

২০০৮ সালে প্রথমবার আইপিএল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। সেই বছরই পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা এই টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছিলেন। ২০০৯ সালের পর পাক ক্রিকেটারদের আর এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আজহার মেহমুদ একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ২০০৯ সালের পরও আইপিএল টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত, মেহমুদ এই টুর্নামেন্টে পাঞ্জাব কিংস দলের হয়ে খেলেছিলেন। আমিরের ক্রিকেট কেরিয়ারে যথেষ্ট চড়াই-উতরাই রয়েছে। তিনি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ২০২০ সালে মানসিক যন্ত্রণার কারণে সবধরনের ক্রিকেট থেকেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত ২০১০ সালে আমিরের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। এরপর থেকে বেশ কয়েকবছর তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বাইরেই ছিলেন কিন্তু, ২০১৬ সালে তিনি আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও তার পারফরম্যান্স গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে।

ভাগ্যের জোরে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত: অ্যান্ডি রবার্টস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯৮৩ সালে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করেছিল ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এই দিনটা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবে এই বিশ্বকাপটা টিম ইন্ডিয়া নাকি ভাগ্যের জোরে জিততে পেরেছিল। অন্তত এমনটাই মনে করছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের সাবেক পেসার অ্যান্ডি রবার্টস।

প্রসঙ্গত, অ্যান্ডি রবার্টসকে ক্যারিবিয়ান ফাস্ট বোলিংয়ের জনক বলা হয়। জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে তিনি ২ বার (১৯৭৫ এবং ১৯৭৯) বিশ্বকাপ খেতাব জয় করেছেন। তবে ১৯৮৩ সালে রবার্টস এবং তার দল এই শিরোপা ধরে রাখতে পারেননি। ফাইনাল ম্যাচে ভারতের কাছে তারা হেরে যান। ১৯৮৩ সালের এই টুর্নামেন্টে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে একবার নয়, বরং দুই বার পরাস্ত করেছিল। যদিও রবার্টস মনে করেন ফাইনাল ম্যাচে কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারই মনে রাখার মতো পারফরম্যান্স করতে পারেননি।

স্পোর্টসস্টারকে দেওয়া একটি ইন্টারভিউয়ে রবার্টস বললেন, 'আমরা সেইসময় যথেষ্ট ভালো ফর্মে ছিলাম। কিন্তু, একটা খারাপ ম্যাচের খেসারত আমাদের দিতে হয়েছিল। আমাদের দল এতটাই ভালো ছিল যে ১৯৮৩ সালের ওই টুর্নামেন্টে আমরা মোট দুটো ম্যাচই হেরেছিলাম। আর দুটোই ভারতের বিরুদ্ধে। তারপর ৫-৬ মাস পর আমরা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ৬-০ ব্যবধানে পরাস্ত করেছিলাম। ফলে ওই একটা ম্যাচই আমরা খারাপ খেলেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ভাগ্য ভালো ছিল যে ১৮০-র কিছুটা বেশি রানে অলআউট হওয়ার পরও আমরা ম্যাচটা জিততে পারিনি। আমরা আত্মবিশ্বাস কিংবা আত্মতুষ্টিতেও ভুগছিলাম না।'

সেইসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে কেউই আমাকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকী কেউ হাফসেঞ্চুরিও করতে পারেনি। বোলারদের মধ্যে কেউ পাঁচ উইকেট তো দুর অস্ত, কেউ ৪ উইকেটও শিকার করতে পারেনি। ফলে আমি এই পারফরম্যান্সে একেবারে প্রভাবিত হতে পারিনি। কোনও ব্যাটার যখন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করতে পারে, তখনই সে বিপক্ষের বোলারকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু, ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কেউই তেমন পারফরম্যান্স করতে পারেনি।'

কিন্তু, এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট কী ছিল? প্রশ্নের জবাবে প্রথমে খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েন রবার্টস। তিনি স্পষ্ট জানান, ভিভিয়ান রিচার্ডস আউট হওয়ার পরই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দল আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

রবার্টস বললেন, 'আমি মনে করি যখন ভিভ (রিচার্ডস) আউট হয়ে গেলেন, সেটাই এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এরপর আমরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের সঙ্গে এটাই পার্থক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেছিলাম। এটাই আসল পার্থক্য ছিল।'

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথমে ব্যাট করে ১৮৩ রান তুলেছিল। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ৩৮ রান করেন। অন্যদিকে সন্দীপ পাটিল ২৭ এবং মহিন্দর অমরনাথ (২৬) রান চেষ্টা করেন। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩ রান কম করতে পারে। কারণ অমরনাথ এবং মদন লাল তিনটা করে উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ব্রিগেডে ধস নামে।

নিজেদের রূপ বদলে ফেললেন

বাবর ও রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই দলের দুই অধিনায়ক। বাবর আজ□ম ও রোহিত শর্মা। দুই অধিনায়কই নিজেদের রূপ বদলে ফেলেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর যেমন মাথার সব চুল কেটে ফেলেছেন, তেমনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নামার আগে নিদের দাড়ি-গোঁফ উড়িয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত।

সদ্য হজ সেরে ফিরেছেন বাবর। তাই তার মাথায় চুল নেই। বাবরকে দেখে হিন্দি সিনেমা 'হাউসফুল ৪'-এ অক্ষয় কুমারের অভিনীত চরিত্র বালার কথা মনে পড়ছে। সেখানে অক্ষয়ের মাথায় চুল ছিল না। বাবরের এই নতুন রূপ ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

রোহিত দীর্ঘ দিন ধরে দাড়ি-গোঁফ রাখতেন। কখনও তা ঘন থাকত, আবার কখনও পাতলা। কিন্তু একেবারে কেটে ফেলতেন না। এ বার সেটাই করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ□ পৌঁছানোর পরে রোহিতের নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় দলে যখন রোহিতর অভিষেক হয়েছিল, সেই সময় তাঁর যেমন চেহারা ছিল তার সঙ্গে এই নতুন রূপের মিল রয়েছে।

চুল-দাড়ি-গোঁফ নিয়ে পরীক্ষা অনেক ক্রিকেটারই করেন। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, বিরাট কোহলিদের বার বার নিজেদের রূপ বদলাতে দেখা গিয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই সেটা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরেও আইপিএলে ধোনির নতুন রূপ দেখা যায়। এবারের আইপিএলেই যেমন তার চুলে হালকা রঙের ছোঁয়া দেখা গিয়েছে। কিন্তু রোহিতকে খুব একটা রূপ বদলাতে দেখা যায়নি। এ বার সেটা দেখা গেল। ভারত অধিনায়ক হিসাবে বড় প্রতিযোগিতায় জিততে না পারায় রোহিতের সমালোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে, চলতি বছর দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপই তার শেষ সুযোগ। সেখানে সফল হতে না পারলে নেতৃত্ব যাবে রোহিতের। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তিনি।

দায়িত্ব নিয়েই বড় চমক, রোহিত-কোহলিদের ছেঁটে ফেললেন আগরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতে আর বেশি সময় নেই। আগামী ১২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। এই সফরে টিম ইন্ডিয়া ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-২০ তিনটে ফরম্যাটেই খেলবে। বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা করা হল। প্রত্যাশা অনুসারে এই স্কোয়াড থেকে বিরাট কোহলি - রোহিত শর্মাদের নাম কাটা পড়েছে। সেইসঙ্গে একঝাঁক নতুন মুখও সুযোগ পেয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড: ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (সহ অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, রবি বিষ্ণোই, আর্শদীপ সিং, উমরান মালিক, আভেশ খান এবং মুকেশ কুমার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং ওয়ানডের পাশাপাশি টি-২০ সিরিজেও টিম ইন্ডিয়াকে খেলতে হবে। এই সিরিজে মোট পাঁচটি ম্যাচের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দল বুধবার ঘোষণা করা হল। ১৫ সদস্যের এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া। অন্যদিকে এই দলে তিলক বর্মা এবং যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণ তুর্কিদেরও সামিল করা হয়েছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলিকে যে টি-২০ স্কোয়াড থেকে পাকাপাকিভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেই বার্তাও একপ্রকার দেওয়া হয়েছে।

কোহলি কত টাকার মালিক?

অবাক হবেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাঠে নামার জন্য পারিশ্রমিক তো পানই। মাঠের বাইরে হরেক পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকেও বিপুল রোজগার করেন বিরাট কোহলি। সেগুলোর মধ্যে নামিদামি কোন পণ্য থেকে কত আয় তার? ক্রিকেট ম্যাচ পিছুইবা কত টাকা পকেটে ভরেন? করপোরেট সংস্থার কর্মীদের মতোই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তি অনুযায়ী মোটা অঙ্কের বেতন পান কোহলি।

সেই সঙ্গে প্রতি টেস্ট, একদিনের ম্যাচ এবং টি ২০ খেলতে মাঠে নামার জন্য আলাদা আয় রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের দাবি, টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরার, ফুটবল তারকা সের্হিও রামোস এবং ওয়েন রুনির মতো তারকারা বিরাটের ভক্ত। ইনস্টাগ্রামে তার ভক্ত সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২৫ কোটি। স্বাভাবিকভাবেই বিরাটের পেছনে টাকার থলি নিয়ে তো দৌড়াবেই পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতারা।

'স্টকগ্রো' নামে বেঙ্গালুরুর এক ট্রেডিং ও বিনিয়োগকারী সংস্থার দাবি, সাবেক ভারত অধিনায়ক বিশ্বের অন্যতম রোজগেরে ক্রীড়াবিদ। কোহলির নিট সম্পত্তির পরিমাণ নাকি ১,০৫০ কোটি রুপি। এই সম্পত্তিতে রয়েছে ক্রিকেট ছাড়াও নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন বাবদ আয় থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগও। ভারতীয় বোর্ডের চুক্তিতে 'এ প্লাস' শ্রেণিতে রয়েছেন কোহলি।

বোর্ডের সঙ্গে বার্ষিক সাত কোটি রুপির চুক্তি রয়েছে তার। অর্থাৎ, বছরে সাত কোটি যায় তার পকেটে। একটি টেস্টে তার ম্যাচ ফি ১৫ লাখ রুপি। প্রতি একদিনের ম্যাচে আয় ছয় লাখ। আন্তর্জাতিক ম্যাচ ২০ ওভারের হলে কোহলি পান তিন লাখ রুপি। এসবের সঙ্গে যোগ করুন আইপিএলে তার দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে খেলার আর্থিক ফায়দা। সেই দলের হয়ে বার্ষিক ১৫ কোটি রুপি পান কোহলি।

মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে

এক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ সালের একেবারে শেষের দিকে মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। অনেকেই এই দুর্ঘটনাকে ঋষভের সঙ্গে তুলনা করছেন। ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে বুধবার সাত-সকালেই একটা খারাপ খবর এসে পৌঁছল। মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। যদিও এই দুর্ঘটনার পরও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন এই ক্রিকেটার। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে খেলা সুইং বোলার প্রবীণ কুমারের গাড়িতে একটি ক্যান্টর এসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার সময় পেস বোলার প্রবীণ কুমার এবং তাঁর ছেলে গাড়ির মধ্যেই ছিলেন। এই দুর্ঘটনার পরই ক্যান্টরের চালককে ধরে ফেলা হয়। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

একটা সময় প্রবীণ কুমার টিম ইন্ডিয়ায় 'সুইং কিং' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের হয়ে টেস্ট, ওয়ানডে এবং আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে চুটিয়ে খেলেছেন। প্রবীণ কুমার ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ৬টি টেস্ট ম্যাচে ২৭টি উইকেট, ৬৮টি একদিনের ম্যাচে ৭৭টি উইকেট এবং ১০টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে আটটি উইকেট শিকার করেছেন। কিন্তু, মাত্র ২৬ বছর বয়সেই এই দুর্দান্ত ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, প্রবীণ কুমার এবং তাঁর ছেলে দুজনেই আপাতত সুস্থ রয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ বাগপত রোডের কাছে মূলতান নগরের বাসিন্দা প্রবীণ কুমার যখন নিজের ডিফেন্ডার গাড়িতে চেপে পাণ্ডব নগরের দিক থেকে আসছিলেন, সেইসময় আচমকাই একটি ক্যান্টর দ্রুতগতিতে সামনে চলে আসে এবং ধাক্কা মারে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, ২০২২ সালের একেবারে শেষের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ একটি প্রাণঘাতী গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। এরপর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি টিম ইন্ডিয়ায় কামব্যাক করতে পারেননি। আসন্ন একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলে ফিরতে পারেন কি না, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকেরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR